R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রাস্থ
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৮ সাল
২২শে এপ্রিল, ১৯৮১ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

পুরনির্ব্বাচন ঃ সবাই এখন ২৫ এপরিলের অপেক্ষায়

বিশেষ প্রতিনিধি, ২২ এপরিল—মাঝে আর দুটো দিন। তার পরেই ২৫ এপরিল। তারিখটি নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন। তাই সবার লক্ষ্য এখন সেই বিশেষ দিনটির দিকে। রাজনৈতিক মহলগুলিও তৎপর। কে কার দিকে ঝুঁকেন, কে কাকে সমর্থন জানিয়ে নাম প্রত্যাহার করেন, কাকে কত দাম দিয়ে সরানো যায় অথবা তিনি নিজেই সরে দাঁড়ান কিনা সবাই এখন সেই আলোচনায় মগ্ন। ভোটদাতাদের মধ্যেও এই নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। ২৫ এপরিলের পর বোঝা যাবে, কোন্ ওয়ারডে কত প্রার্থী থাকলেন, তাঁরা কে কি রকম, অতীত এবং ভবিষ্যৎ—তবেই তো লড়াইটা জমবে। পুর নির্বাচকরা তাঁদের মনোমত প্রার্থীকে প্রতিনিধি করে পাঠাতে পারবেন। গত সপ্তাহে জানানো হয়েছিল, ধুলিয়ান পুরসভার ১৪টি ওয়ারডে ৮৫ জন এবং জঙ্গিপুর পুরসভার ১৫টি ওয়ারডে ৮৫ জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখনও দলীয় স্বীকৃতি পাননি। পরে এই স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তাই এখন নির্দলের পাল্লা ভারী। ধুলিয়ানে মুসলিম লীগ প্রার্থীরা নির্দল হয়ে লড়বেন। সাইকেল, মহিলা ও ছাতা—এই তিনটি প্রতীক সরকারীভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে, কোন দল বা প্রার্থীকে ওই প্রতীক দেওয়া হবে না। বেসরকারী সূত্রে জানা গেছে, ধুলিয়ানের মনোনয়নপত্র পরীক্ষার সময় তিনটি এবং জঙ্গিপুরে সাতটি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গিয়েছে। কাজেই ওই দশজনকে শুরুতেই সরে দাঁড়াতে হল। অপরদিকে প্রদেশ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আসন সমঝোতা নিয়ে ফ্রন্টে মতান্তর

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পৌর এলাকায় আসন সমঝোতা নিয়ে বামফ্রন্টের দুই শরিক সি পি এম এবং আর এস পির মধ্যে মতান্তর তীব্র হয়ে ওঠায় দুই শরিকই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছেন। দুটি ওয়ারডের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে এই বিরোধের সূত্রপাত। ঐ ওয়ারড দুটি হল ৫ এবং ১৪। এই দুই কেন্দ্রে দুই শরিকই প্রার্থী দিয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। জেলা বামফ্রন্ট কমিটি কড়াভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, উভয়ের মধ্যেকার বিরোধ মিটিয়ে নিতে। তবু বিরোধ মীমাংসার কোন সূত্র বুধবার সকাল পর্যন্ত দেখা যায়নি। যদিও উভয় পক্ষ থেকেই আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এ ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সমঝোতার। সি পি এম লোকাল কমিটির নেতা বালক মুখার্জি বলেছেন, ফ্রন্টের মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে জঙ্গিপুর পৌর এলাকার বিরোধ ২৫ এপরিলের মধ্যে মিটে যাবে। আর এস পি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রঘুনাথগঞ্জে নতুন ডাক ও তার ভবন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন রঘুনাথগঞ্জ প্রধান ডাকঘরের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন ডাক ও তার ভবন নির্মাণের জন্য ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে। খুব শিগ্‌গির ভবনটি তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হবে এবং কাজ সম্পূর্ণ হলে জনসাধারণের অসুবিধা দূর করবে।

নতুন শাখা ডাকঘর ঃ ফুলতলা পল্লীতে রঘুনাথগঞ্জ শহরের চতুর্থ শাখা ডাকঘরটি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করেছে। বালিঘাটা, বার লাইব্রেরী, জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন এবং ছোটকালিয়াতে অনুরূপ ডাকঘরের প্রয়োজন আছে, তাই অবিলম্বে ওই ডাকঘরগুলি অনুমোদনের জন্য জনসাধারণের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হচ্ছে।

ভাঙা ডাকবাকসো ঃ মনিগ্রাম ডাক-ঘরের চিঠির বাকসোটি দীর্ঘদিন ধরে ভাঙা অবস্থায় রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বাইরে থেকে চিঠি-পত্র দেখা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছাত্র-সংসদ নির্বাচন জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ

অরঙ্গাবাদ, ২১ এপ্রিল—অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজের প্রাতঃ বিভাগের ছাত্র-সংসদের নির্বাচন ১৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে ছাত্র পরিষদ (ই) জয়লাভ করে। সহ সভাপতির পদ লাভ করেন বামফ্রন্ট মোর্চার প্রার্থী।

১৬ এপ্রিল দিবা বিভাগের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক-এর পদ লাভ করেন ছাত্র পরিষদ (ই) কিন্তু শ্রেণী প্রতিনিধির আসনে ছাত্র পরিষদ ও বামমোর্চা উভয়েই সমান আসন দাবি করছেন। এখনও তিনটি আসনের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দাদাঠাকুর রচনা সম্ভার

দাদাঠাকুর জন্মশতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে দাদাঠাকুর রচনা সম্ভার প্রকাশের পথে। প্রথম খণ্ড জুন মাসে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম দশ টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইবার ঠিকানা :
অনুত্তম পণ্ডিত
C/o. পণ্ডিত প্রেস
পো: রঘুনাথগঞ্জ (মুরশিদাবাদ)

নরওয়ে মিশন স্কুলের শিক্ষক দম্পতি বহিষ্কৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : আদালতের আদেশ অমান্য করে স্মৃতি থানার সুজনিপাড়া নরওয়ে মিশন স্কুলের শিক্ষক দম্পতি হেমচন্দ্র দাস ও করুণা দাসকে স্কুল থেকে বলপূর্বক বহিষ্কার করা হয়েছে বলে তাঁদের আইনজীবী মুক্তা ঘোষাল জানিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, স্কুলের শিক্ষক হেমচন্দ্র দাস ও শিক্ষিকা করুণা দাসকে ছাঁটাই-এর উদ্দেশ্যে মিশন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে শো-কজ করা হয় ১৯৭৮ সালের ১০ নভেম্বর। শিক্ষক দম্পতি তখন আদালতের আশ্রয় নেন এবং ১৯৭৯ সালের ১২ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর আদালতে মামলা রুজু করেন। আদালত ওই শো-কজ নোটিশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং ১৯৮০ সালের ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ওই নিষেধাজ্ঞা স্থায়ী হয়। ওই বছর ১১ জুন আদালত এই মর্মে রায় দেন যে, শিক্ষক দম্পতির ওপর মিশন কর্তৃপক্ষের শো-কজ নোটিশ বে-আইনী এবং ওই নোটিশ বলে মিশন কর্তৃপক্ষ শিক্ষক দম্পতির

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাণনাশের শাসানি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের কাঁটাখালি থেকে মিছিল করে ফেরার পথে এক প্রাথমিক শিক্ষক কংগ্রেস (ই) কর্মীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলারও শাসানি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঐ শিক্ষক একজন সি পি এম কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে ৮ এপ্রিল সন্ধ্যায়। সি পি এম নেতাদের অভিযোগ, বন্ধের পর থেকে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস (ই) কর্মীরা সি পি এম কর্মীদের শাসানি দিচ্ছেন। ফলে তাঁদের আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৮

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বিহার মালভূমিতে নিম্নচাপ সৃষ্টির দরুণ গত শনি ও রবিবার যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়া গেল, তাহাতে ক্ষয়-ক্ষতির খতিয়ান ছাড়াও বাড়তি একটি লাভ হইয়াছে—তাহা হইল বৈশাখে শীতের আমেজ। ঝড়-বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রা এত নামিয়া গিয়াছিল যে, অকাল শৈত্য প্রবাহ শুরু হইয়াছিল। রীতিমত শীতকাল বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। কাজেই গ্রীষ্মকালে শীত—গ্রীষ্মকাতর মানুষের একটি বাড়তি লাভ নয় কি? এবার চৈত্র মাস হইতেই এমনটি ঘটিতেছে, শীত যেন আর যাইতে চাহে না। শীত-গ্রীষ্মের সংমিশ্রণে ঘরে ঘরে হাম ও বসন্ত জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে এবং সংক্রামিত হইয়া তাহা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া গিয়াছে। ইহাতে সাধারণের মধ্যে আতঙ্ক বাড়িয়াছে। এবার ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ানের কথায় আসি। এই ঝড়-বৃষ্টিতে প্রাণনাশ ঘটিয়াছে চারজনের, ঘরবাড়ি কিছু উড়িয়াছে অথবা ভাঙিয়াছে। তাহা ছাড়াও ক্ষতি হইয়াছে গম, ছোলা, মসুর ইত্যাদির—কাটাইয়ের পর মাড়াই এর জন্য খামারে খামারে যাহা মজুদ আছে। শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতি হইয়াছে আম-লিচুর। যদিও আমের ফলন এবার শুরুতেই মার খাইয়াছে মুকুল কম আসায়। তাহার উপর ঝড়-বৃষ্টি অথবা শিলাবৃষ্টি আরো সর্বনাশ ঘটাইয়াছে। কাজেই ফলের রাজা আম বলিতে যাঁহারা আনন্দে গদগদ হন, তাঁহাদের রসনা এবার তৃপ্ত হইবে কিনা সন্দেহ আছে।

প্রতিটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়েরই শুভাশুভ দুইটি দিক থাকে। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যত্যয় ঘটে নাই। উপকার হইয়াছে বোরো ধানের। কিন্তু ক্ষতির তুলনায় এই লাভ অত্যন্ত নগন্য।

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গ্রামে গ্রামে অকাল শৈত্য প্রবাহ হইলেও মহকুমার দুইটি পুরসভা—জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ানের নাগরিকগণ কিন্তু উত্তাপের আগুন পোহাইতেছেন। ঠাণ্ডায় তাহা আরো মজিয়াছে। সেই উত্তাপ হইল পুর-নির্বাচনের উত্তাপ। আসন্ন পুরনির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের উত্তেজনা। মনোমত প্রতিনিধি নির্বাচনের বাসনা।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

অনিতার মৃত্যু প্রসঙ্গে

৪ মারচ, ১৯৮১ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'অনিতা সাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?' শীর্ষক সংবাদটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঐ সংবাদে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সংবাদে বলা হয়েছে যে, ১৩ বছর বয়সের অনিতাকে অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হয়, অনিতার অভিভাবক তিরিশ টাকা দিতে অক্ষম হওয়ায়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, অনিতাকে ডঃ সাহা চৌধুরী ১৫ জানুয়ারী ১৯৮১ তারিখে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন (টিকিট নং আর/নং ৮৭ তাং ১৫।১।৮১)। এক মাস হাসপাতালে থাকার পর ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখে তার মায়ের অনুরোধে হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় (ডিসচারজড অন রিসক্ বণ্ড)। তার অভিভাবক যথারীতি সই-সাবুদ করে তাকে বাড়ী নিয়ে যায়। অনিতা পরের দিন অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ তারিখে নিজের বাড়ীতে মারা যায়। এতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অপরাধ কোথায়? এই প্রসঙ্গে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার সম্পর্কে নানান কুৎসা রটনা করা হয়েছে যা সর্বৈব মিথ্যা। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।—মহঃ ওয়াজেদ আলি, ধুলিয়ান।

লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে

১লা এপ্রিল তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় জেলা লোকসংস্কৃতি উৎসবের উপর শ্রীবরুণ রায়ের প্রতিবেদনটি পড়লাম। আমি একটি দৈনিক পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকে ২৮শে মার্চ লালবাগে অনুষ্ঠিত লোকসংস্কৃতি উৎসবের লালমহড়া লক্ষ্য করেছি। তাই বরুণবাবুর প্রতিবেদনের উপর কিছু আলোচনা পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরছি। জেনেছি বরুণবাবু জঙ্গিপুরের লোক। প্রতিবেদনে যে সমস্ত বক্তব্য তিনি লিখেছেন তাতে লোকসংস্কৃতির মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিবেদনের উপর রাজনৈতিক ছোঁয়া লক্ষ্য করে আশ্চর্য্য হলাম! সঙ্গত কারণে মেনে নিচ্ছি তিনি ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন অথচ অনুষ্ঠিত লোকসংস্কৃতি উৎসবটি সর্বদোষে দুষ্ট একথা তিনি কেন বলতে পারলেন না? আমি লক্ষ্য করেছি উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর তো হয়নি বরং বলা যায় একপেশে এবং বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ ছিল। শুনেছি গত বছরের কান্দীতে লোকসংস্কৃতি উৎসবের চেয়ে এটা অনেক নিম্নমানের হয়েছ। বরুণবাবু লোকসংস্কৃতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি না তুলে ধরে দায়িত্ব শেষ করেছেন। অবশ্য তিনি পুলকেন্দু সিংহর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। বরুণবাবুর তীব্র লেখনী প্রশংসার যোগ্য জানি তবুও বরুণবাবু আমলাদের উপর সব দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে খালাস হলেন কেন, তা বোধগম্য হ'ল না। স্বভাবতই বরুণবাবুর উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন রাখছি, ১) গত মার্চ মাসে লালবাগে যে লোকসংসস্কৃতি উৎসব হল সেই সময় কি জেলায় বামফ্রন্ট শাসন ছিল না? ২) বামফ্রন্টের শাসনেই বাঘা-বাঘা মন্ত্রী বা নেতা থাকাকালীন উৎসবে যে কদর্য বা আমার ভাষায় অপসংস্কৃতি পরিবেশিত হল তা কি সরকারের অগোচরে? ৩) বরুণবাবু অথবা পুলকেন্দুবাবু তো জানতেন জেলার অথবা জঙ্গিপুরের যাঁরা লোকসংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের এই উৎসবে ডাকা হয়নি, তবে কেন জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন না? আর একটি প্রশ্ন মনে আসছে—বরুণবাবু সুদীর্ঘ বৎসর সাহিত্যসেবা করে আসছেন মহকুমার বুকে। তাঁর জ্ঞান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু মহকুমার মানুষের সামনে কি সাহিত্য কি সংস্কৃতি কিংবা লোক-সংস্কৃতি সবই অন্ধকারে আচ্ছাদিত। লোকসংস্কৃতির ধারক বা বাহক বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা কেউই জঙ্গিপুরবাসীর সামনে নতুন আলোর সন্ধান দিতে পারেননি। এক্ষেত্রে বরুণবাবু বা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোন মহান ব্যক্তি নব্য যুবক বা উৎসাহী ব্যক্তিদের জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন, তবে তারা নিশ্চয়ই ধন্য হবে। বরুণবাবু লোকসংস্কৃতির দিকগুলি উন্মোচন না করে শস্তা কিছু রোমাঞ্চকর শব্দ প্রতিবেদনে প্রয়োগ করলেন, তবে কি ভেবে নেব বরুণবাবুরা ব্যক্তি প্রচারের পূজারী?—অপূর্ব সেন, রঘুনাথগঞ্জ।

শ্রীকান্তবাটী স্কুল প্রসঙ্গে

শ্রীকান্তবাটী স্কুলে উৎকোচ লইয়া উচ্চ শ্রেণীতে ছাত্র ছাত্রী ভর্তির দুর্নীতি সম্পর্কে আপনার কাগজে কিছু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিষয়ে উক্ত স্কুলের এক ছাত্রীর পিতা বা অভিভাবক হিসাবে আমি কিছু বলিবার আগ্রহ বোধ করিতেছি। আশা করি দাদাঠাকুরের সত্যনিষ্ঠ কাগজে তাহা প্রকাশিত হইবে। এই সম্পর্কে আমার কিছু করুণ অভিজ্ঞতা আছে। ১৯৮০ সালে জঙ্গিপুর বালিকা বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী হইতে যে নয়জন ছাত্রী দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া অগাধ জলে পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আমার মেয়ে একজন। ৯ম ১০ম শ্রেণীর অনুমোদনের জন্য বিদ্যালয়ের তরফ হইতে আমাদের বলা হইয়াছিল, এই বিদ্যালয়েই মেয়েদের পড়ান অনুমোদন না আসিলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটা ব্যবস্থা করিবেন। সে কথা বিশ্বাস করিয়া আমরা কত ভুল করিয়াছিলাম, তাহা বুঝিলাম, যখন দশম শ্রেণীর কোন দায়িত্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লইতে রাজী হইলেন না। তখন ৯ জন ছাত্রীর অভিভাবক শহরের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির দুয়ারে দুয়ারে ভিখারীর মত ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত নিরাশ হন। বাধ্য হইয়া দুই তিন জন ছাত্রী জঙ্গিপুর স্কুলে পুনরায় নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। তখন হাড় বের করা দরিদ্র শ্রীকান্তবাটী স্কুল যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার ভিত্তিতে সেই সব ছাত্রীদের ভর্তি করিতে রাজী হয়। আমার মেয়ে ওখানে ভর্তির সুযোগ পায়। কোন উৎকোচের শর্ত্ত আমাকে দেওয়া হয় নাই। শহরের নামজাদা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি যখন বিমুখ হইয়াছিল তখন দরিদ্র শ্রীকান্তবাটী স্কুল কতকগুলি নিরপরাধ ছাত্রীর ১টি মূল্যবান বৎসর রক্ষা করিয়াছিল এই সংবাদ একজন কৃতজ্ঞ অভিভাবকের তরফ হইতে জানানো প্রয়োজন মনে করিয়া লিখিলাম।—রবীন্দ্রনাথ মিশ্র, পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক, রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি।

পৌর নির্ব্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে

দুর্মুখ

পৌর নির্বাচন নাটকের প্রথম অঙ্কের যবনিকাপাত হইল গত ১৫ই এপ্রিল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের মধ্য দিয়া। প্রথম অঙ্কেই কুশী-লব দর্শন করিয়া কি উপলব্ধি হয় মনে? এত সহৃদয় ব্যক্তি কোথায় লুকাইয়াছিলেন এতদিন? ইঁহারা সকলেই বলিতেছেন তাঁরা জনগণের প্রকৃত পরিত্রাতা। কিন্তু আমরা বিস্মিত হইয়া গণ্ডে হস্ত দিয়া ভাবিতেছি ইঁহাদের কাহাকেও কি দেখিয়াছি সমাজের উপকারে আগাইয়া আসিতে অন্যান্য সময়ে। মানস চিত্রপটে কয়েকটী মুখ ছাড়া বাকি সবই অচেনা অস্পষ্ট। তবুও অবিরত সরব প্রচারণা ইনিই পরিত্রাতা, দুস্থের মেকায়া। অপরূপ নাটকের প্রারম্ভ। আগামী ২৫শে এপ্রিল নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হইবে। তাহার মধ্যেই যবনিকার অন্তরালে বহু গোপন ঘটনার মধ্য দিয়া দেখা যাইবে অনেক কুশী-লব অনুপস্থিত, নাট্যমঞ্চ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, আপন আপন প্রাপ্য বুঝিয়া পাইয়া। নির্দলীয়গণের এ আচরণে বিস্মিত হইবার কিছু নাই; কিন্তু রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণের ক্ষেত্রে বিস্ময়ের কারণ রহিয়াছে। তাঁহাদের আচরণ জনগণের মনে বিস্ময় ও ঘৃণা উৎপন্ন করিবেই। দেখা যাইতেছে বামফ্রন্ট শরিকদলগুলি সমঝোতা হইয়াছে বলিয়া চিৎকার করিলেও বেশ কিছু ওয়ার্ডে উভয় শরিকদলেরই প্রার্থী প্রতীক চিহ্ন লইয়া লড়ায়ে নামিয়াছেন, কোথাও বা এক শরিক আর এক শরিকদলের নির্দিষ্ট প্রার্থীর বিপক্ষে নির্দ্দলীয় প্রার্থীকে অর্থ সামর্থ্য ও ক্যাডার দিয়া সাহায্য করিতেছেন। তাহা হইলে জনগণকে মিথ্যা ভাঁওতা দিয়া তাঁহারা সমঝোতা, যুক্তফ্রন্ট এই সমস্ত কথা বৃথাই বলিতেছেন কেন? কোথাও দেখা যাইতেছে একই দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দ্দলীয়রূপে সেই দলেরই আর একজন নির্বাচনী আসরে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাই তো এই নাটকের ক্লাইমেক্স। এই মিলন মিলন বুলি আর বিরোধ বিরোধ খেলা নাটকের কুশী-লব চরিত্রের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার প্রকাশ ঘটাইতেছে। ইহার মধ্য দিয়াই জনগণকে পছন্দমত প্রার্থী বাছাই করিতে হইবে। ইহা কত দুরূহ তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক বর্তমানে আমরা ঐ দুরূহ কর্ম্মের বিশ্লেষণে না যাইয়া এতদিনের পৌর প্রশাসকগণের সুষ্ঠু পরিচালনাকে শ্রদ্ধা জানাইয়াও কি পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু পাই নাই তাহারই আলোচনা করিতেছি।

মুক্তিবাবুর ও তাঁহার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল স্বজনপোষণ ও ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের প্রভাব প্রয়োগ করিয়া রঘুনাথগঞ্জ ডোমপাড়া ঘাটে নদীর উপর সেতু না হইতে দেওয়া। পরবর্তীকালে কিন্তু নূতন কর্ম্মকর্তাগণের নিকট হইতে আমরা স্বজনপোষণ প্রতিরোধ কিংবা সেতু নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা কোনটাই লাভ করিতে পারি নাই। বরং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পৌর কমিশনারভিত্তিক নিয়োগ কোটারূপ অন্যায় প্রথা চালু হইতে দেখিয়াছি, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সেই একই অস্মীয়পোষণ, স্বস্বার্থ সিদ্ধি প্রভৃতি অভিযোগের কিংবদন্তিও শুনিয়াছি। শুভকর্ম্ম কিছু তাঁহারা যে না করিয়াছেন তাহা নহে। করিয়াছেন বেশ কিছু টিউবওয়েল স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, সুপার মার্কেটের পরিকল্পনায় নূতন গৃহ নির্মাণ, ময়লা অপসারণের গাড়ী ক্রয় প্রভৃতি। কিন্তু পাওয়ার হিসাবের সাথে সাথে না পাওয়ার হিসাবও অনেক। তাঁহাদের সময়েই ফাঁসিতলার জমজমাট তরকারী বাজার পরিচালনায় ত্রুটির জন্য সম্পূর্ণ উঠিয়া গিয়াছে। তরকারী বাজারের জন্য টালির ঘরটির টালিগুলি পর্যন্ত অপসারিত হইয়া কোন্ অজানা পথে চলিয়া গিয়াছে। কসাইখানার অব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের ভাগ্যে বহু ক্ষেত্রে মৃত পশুর মাংসও আহার্য্য হিসাবে বিক্রয় হইয়াছে ও আজও হইতেছে। ঘাট পারাপারের নৌকা স্তিমিত হইতে হইতে একটি মাত্র হইয়া এপার ওপারের যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটাইতেছে। উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত তরকারী বাজার দুইটির, কিন্তু মালিকের পকেটের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিলেও বাজারগুলি পরিবর্তিত হইয়াছে কর্দমাক্ত নরককুণ্ডে, খোলা নর্দ্দমাগুলির দুর্গন্ধে বাতাস আমোদিত হইতেছে। ময়লা অপসারণের গাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু পথের আবর্জ্জনা পরিষ্কারের ঝাড়ুদার আর দেখা যায় না। ফলম্ নোংরা আবর্জ্জনা পূঁতিগন্ধময় পথঘাট। জলের টিউবওয়েল প্রচুর কিন্তু অধিকাংশ সচল নহে। পথের উপর নর্দ্দমার জল বহিয়া যাওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। জলট্যাঙ্কের স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়াছে। এদিকে সে রাজত্ব শেষ হইল, আসিল অধিগ্রহণের যুগ। পুরাতন প্রশাসকদের বিরুদ্ধে সেই মুক্তিবাবুর আমলের মতই অভিযোগ উত্থাপন করিয়া শহরের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পৌরসভার প্রশাসক কমিটি প্রস্তুত করিলেন বামফ্রন্ট সরকার। জনগণ ভাবিলেন এইবার অবশ্যই কিছু পাইব। কিন্তু এতাবৎকাল কি পাইয়াছি? পাইয়াছি অকেজো বেশ কয়েকটি মার্কারীভেপার ল্যাম্প। যাহার মূল্য গুণিতে পৌরসভা বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সেই অর্থে সমগ্র পৌরসভাকে টিউবলাইটে আলোকিত করা যাইত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। কেন না তাহা হইলে অর্থলগ্নী কম হইত। স্বার্থান্ধ কিছু ব্যক্তির স্বার্থ পূরণ হইত না। পথ না হইয়াছে তাহা নয়। হইয়াছে। কিন্তু কোথায়? ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের নিজস্ব বাস্তুভিটার অঞ্চলে। কিন্তু ৪নং ওয়ার্ডে হরিদাসনগরে যে কলোনিটির পথের জন্য জায়গা পৌরসভাকে দান করা আছে এরও পূর্বে সে পথ আজও হইল না। অনেক কিছু হইতে পারিত, কিন্তু হয় নাই। জনগণের আশা আকাঙ্খাকে সুযোগ পাইয়াও বর্ত্তমান বামফ্রন্টের সরকার অস্থায়ী কর্ম্মকর্ত্তাগণ ফলপ্রসূ করাইতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তাঁহারাও সেই চিরাচরিত পথে চলিয়াছেন। তাঁহারাও কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জনগণের সার্বিক উপকারের চেষ্টা করিয়াছেন কিংবা করিতেছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। আজ নির্বাচনের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কিন্তু সকলেই বলিতেছেন "উহারা ভাল লোক নহে উহাদিগকে নহে আমাদিগকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত কর।" আমাদিগকে সে কারণেই বিচার করিতে হইবে কাহাদিগকে দিয়া আমরা আমাদের এই অবহেলিত আকাঙ্খাগুলি পূরণ করাইতে সক্ষম হইব। নির্বাচনের পূর্ব প্রতিশ্রুতির মূল্য কে রাখিতে পারিবেন। কে বা কাহারা এ সম্বন্ধে সত্যই চিন্তা করেন। এই সব বিচার করিয়াই ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে হইবে। দায়িত্ব আমাদের বিশাল। অবহেলা বা অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের সার্বিক উপকার দূরান্বিত হইবে। বারংবার সেই একইভাবে প্রতারিত হইতে হইবে।

সাহাপুরে সাঁওতাল ছাত্রীদের জন্য হোসটেল

সাগরদীঘি, ১৮ এপ্রিল—এই ব্লকের সাহাপুর সাঁওতাল হাই স্কুলের ছাত্রী-হোসটেল তৈরীর জন্য রাজ্য সরকার ৮৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন। ওই হোসটেলে শুধু সাঁওতাল ছাত্রীদের জন্য কুড়িটি আসন সংরক্ষিত থাকবে।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

চর্ম্মরোগ সারায়
ত্বক মসৃণ করে
চন্দ্র-মালতী
প্রস্তুতকারক—
জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ), পিন—৭৪২২২৫

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

খাতাপত্র, পেন-কালির মেলা
পণ্ডিত ষ্টেশনার্স
রঘুনাথগঞ্জ

লালবাগ—বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
লেখার বাস সার্ভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক অবনীকুমার রায়ের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ—
গার্হস্থ্য গীতাসার
বা
প্রারম্ভিকা
দাম : পৌনে দু'টাকা
প্রাপ্তিস্থান : লেখাপড়া (ফাঁসিতলা), রায় স্টোরস (ফুলতলা) ও গ্রন্থালয় (সদরঘাট) রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

পুরনির্বাচন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস (ই) সভাপতির পুরনির্বাচন বর্জনের নাটকীয় ঘোষণা কংগ্রেস (ই) প্রার্থীদের হতাশ করেছে। ইতিমধ্যে এই দলের প্রার্থীরা ওয়ারডে ওয়ারডে প্রচার শুরু করেছিলেন এবং অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচন বর্জনের আকস্মিক ঘোষণা তাঁদের আশাহত করেছে। ব্যাপারটিকে দলের অনেকেই ভালো চোখে দেখছেন না। এতে তাঁদের ইমেজ অনেকটা ক্ষুণ্ণ হবে বলে আশঙ্কা করছেন। বেসরকারী সূত্রের খবরে জানা গেছে ধুলিয়ান পুরসভার ১৪টি ওয়ারডের মধ্যে কং (ই) ১৩টিতে, সি পি এম ১১টিতে, আর এস পি ও সি পি আই একটি করে, জনতা (বি জে পি) ৭টিতে এবং মুসলীম লীগসহ নির্দল প্রার্থীরা ৪৯ জন তাঁদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। বাতিল হয়েছে ৩টি জঙ্গিপুর পুরসভার ১৫টি ওয়ারডের মধ্যে কংগ্রেস (ই) সবগুলিতে, সি পি এম ১০টিতে, আর এস পি ৫টিতে, কংগ্রেস (ইউ)—১, সি পি আই-১, ফরওয়ারড ব্লক-১ এবং ৪৫ জন নির্দল প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। বাতিল হয়েছে সাতটি। এবারের পুরনির্বাচনে ধুলিয়ান পুরসভার ১৩৮১২ এবং জঙ্গিপুর পুরসভার ২৪৯১৭ জন নির্বাচক তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। নীচে দুটি পুরসভার ওয়ারডওয়ারি ভোটদাতার সংখ্যা দেওয়া হল। ধুলিয়ান পুরসভার ১৪টি ওয়ারড, জঙ্গিপুর পুরসভায় ১৫টি।

ওয়ারড নং	ধুলিয়ান	জঙ্গপুর
১	৯৯৭	২০৯১
২	১২৪৩	১৬৪৯
৩	১২৬৫	১২১৩
৪	১২১৭	১৫২৫
৫	১৩৫৩	২০৪৮
৬	৯১২	৫৮৬
৭	৭০২	২০৩২
৮	৯০৭	১০০০
৯	৮১৪	১৯৯০
১০	৮০০	২৪০১
১১	৯৩৭	১৯৪৮
১২	৫৫৬	১৩০৬
১৩	১১৭৩	১২২২
১৪	৯৩৬	১৭০২
১৫	×	২২০৪
মোট—	১৩৮১২	২৪৯১৭

ফ্রন্টে মতান্তর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাগে এক নং ওয়ার্ড পেয়েছিল। তা না নিয়ে খামাখেয়ালি করে ৫ নং-এ প্রার্থী দিয়েছে। অন্য দিকে আর এস পি'র সম্পাদক জাগ্রত রায় সি পি-এমের বক্তব্যকে অসত্য বলে মন্তব্য করে জানিয়েছেন, দুটি ওয়ার্ড-ই'(৫ ও ১৪) বণ্টন করা হয়েছিল তাঁদেরকে। সি পি এম নিয়ম ও নির্দেশ ভেঙ্গে প্রার্থী দিয়েছে। জেলা কমিটির নির্দেশকে মেনে নিতেই হবে। জাগ্রতবাবুর আশা, সমঝোতা হবেই। উভয় নেতার মুখের আশার বাণী কার্যতঃ আজ সকাল পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। কোন পক্ষই এক চুল রাজী হননি। আর এস পি দুটি ওয়ার্ডে ইতিমধ্যেই দলীয় প্রতীক নিয়ে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। সি পি এম এ ব্যাপারে এখনও সরাসরি মঞ্চে নেমে কাজ শুরু করতে পারেননি উপর মহলের নেতাদের চাপে। শেষ পর্যন্ত এই চাপে দলীয় প্রার্থী প্রত্যাহার না করে স্থানীয় কমিটি ভিন্ন পথে এগোবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে দলীয় প্রতীক না দিয়ে তাঁরা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্দল হিসেবে মদত দেবেন। যেমনটি দেওয়া হচ্ছে ১২ নং ওয়ার্ডে আর এস পি প্রার্থী পরমেশ পণ্ডের বিরুদ্ধে নির্দলীয় সুশান্ত পাণ্ডেকে। দু' বছর আগে সুশান্তবাবুদের পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিতাড়িতদের মধ্যে ছিলেন লোকাল কমিটির তৎকালীন সদস্য প্রভাত ব্যানার্জীও। তিনি এখন ১৫ নং ওয়ার্ডে সি পি এম প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে নেমেছেন। এ নিয়ে সি পি এমের স্থানীয় কয়েকজন নেতার মধ্যে গোপনে একটা আপোষ রফা হয়েছে বলে খবর মিলেছে। এই রফা মোতাবেক তৎকালীন বিতাড়িতদের মধ্যে সবাই দলে ফিরে আসছেন। স্থানীয় নেতারা এ ব্যাপারে জেলা নেতাদের সবুজ সংকেতও পেয়েছেন। তবে ওনৈক তাপস রায়কে দলে ফের স্থান দেওয়ার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানানো হয়েছে। আর এস পির স্থানীয় নেতারা এ সব হাঁড়ির খবর রেখে তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্বাচনী কর্মসূচী ঠিক করছেন। তাঁদেরই এক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সি পি এম নেতাদের আচরণের উপর নির্ভর করছে ঐ শরিকের উপর সক্রিয় সমর্থন। সি পি এমের বর্তমান ভূমিকা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে আর এস পি নেতারা মনে করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরাও তাঁদের প্রভাবিত এলাকাগুলিতে টিট-ফর-ট্যাট ভূমিকা নিয়ে নামবেন এবং সি পি এমের বিরুদ্ধে নির্দলীয়দের মদত দেবেন। এ রকম মদতে ফ্রন্ট বিরোধী প্রার্থীদেরই সুবিধে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ জানাইতেছি যে আমরা জেলা মুর্শিদাবাদ অন্তর্গত থানা রঘুনাথগঞ্জ মধ্যে ওসমানপুর মৌজার সাবেক ৪৯৭ নং খতিয়ানের ১১৬১, ১১৬২ ও ১১৬৩ দাগের মোট জমি ৩·২২ শতক যাহা হাল সেটেলমেণ্টের ৪৯৭ নং খতিয়ানভুক্ত ১১৬২ দাগের ৩·২২ শতক জমি হইতেছে তাহা আমরা রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণটুলী সাকিমের শ্রীনাথুরাম মাহাতো পিতা ৺গোবিন্দ মাহাতোর নিকট হইতে ২৫০০০ টাকা মূল্যে খরিদ করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়া মূল্য মধ্যে ১০০১ টাকা তাহাকে আদায় দিয়াছি। ঐ জমি শ্রীনাথুরাম মাহাতো আমাদিগকে বিক্রয় করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন এবং অন্যত্র তাহা বিক্রয়ের চেষ্টায় আছেন। আমরা চুক্তি বলবতের জন্য ১৩৮৮ সালের বৈশাখ মাসঅন্তে মোকর্দ্দমা করিব। যদি কেহ ঐ জমি খরিদ করেন তাহা হইলে তিনি চুক্তির দ্বারা বাধ্য থাকিবেন এবং নিজ দায়িত্বে খারদ করিবেন।

স্বাক্ষর— ১। শ্রীপ্রভাতকুমার রায়
২। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

জনতা পুলিশ সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফলাফল সমপূর্ণ হয়নি। নির্বাচনের মাধ্যমে ঐ আসন তিনটির নিষপত্তি হতে পারে।

দিবা বিভাগের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঐ দিন মহাবিদ্যালয়ের বাইরে অপেক্ষমান বিভিন্ন দলের সমর্থকদের মধ্যে ইট, পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হলে টহলদার পুলিশবাহিনী ঐ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্য ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে। সেদিন মহাবিদ্যালয়ের সামনে জনতা—পুলিশে লড়াই বহুক্ষণ চলে। পুলিশ অবশেষে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা আশেপাশের কিছু জিনিষ পত্রের ক্ষয় ক্ষতি করে।

শিক্ষক দম্পতি বহিষ্কৃত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না। কিন্তু ১৯৮১ সালের ২১ মার্চ রাত্রে ঘোড়াগাড়ি ভাড়া করে নিয়ে গিয়ে শিক্ষক দম্পতিকে কোয়ার্টার থেকে বের করে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়, আসবাবপত্র লুঠ করা হয় এবং শিক্ষক দম্পতিকে নিমতিতা ষ্টেশনে রেখে আসা হয় বলে অভিযোগ। তাঁরা সুতি পুলিশকে জানিয়েও কোন সাহায্য পাননি। এই ঘটনার প্রতিবাদে গ্রামবাসীর একদিন মিশন কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করেন এবং ঘটনার বিবরণ জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকার দাবি করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

ডাক ও তার ভবন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যায় এবং চিঠির অংশ বেরিয়ে থাকে বলেও জানানো হয়েছে। এ ছাড়াও সঞ্চয়কারীরা টাকা তোলার দরখাস্ত দিয়ে সময়মত টাকা পান না এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের টাকা ঠিকমত বিলি হয় না বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

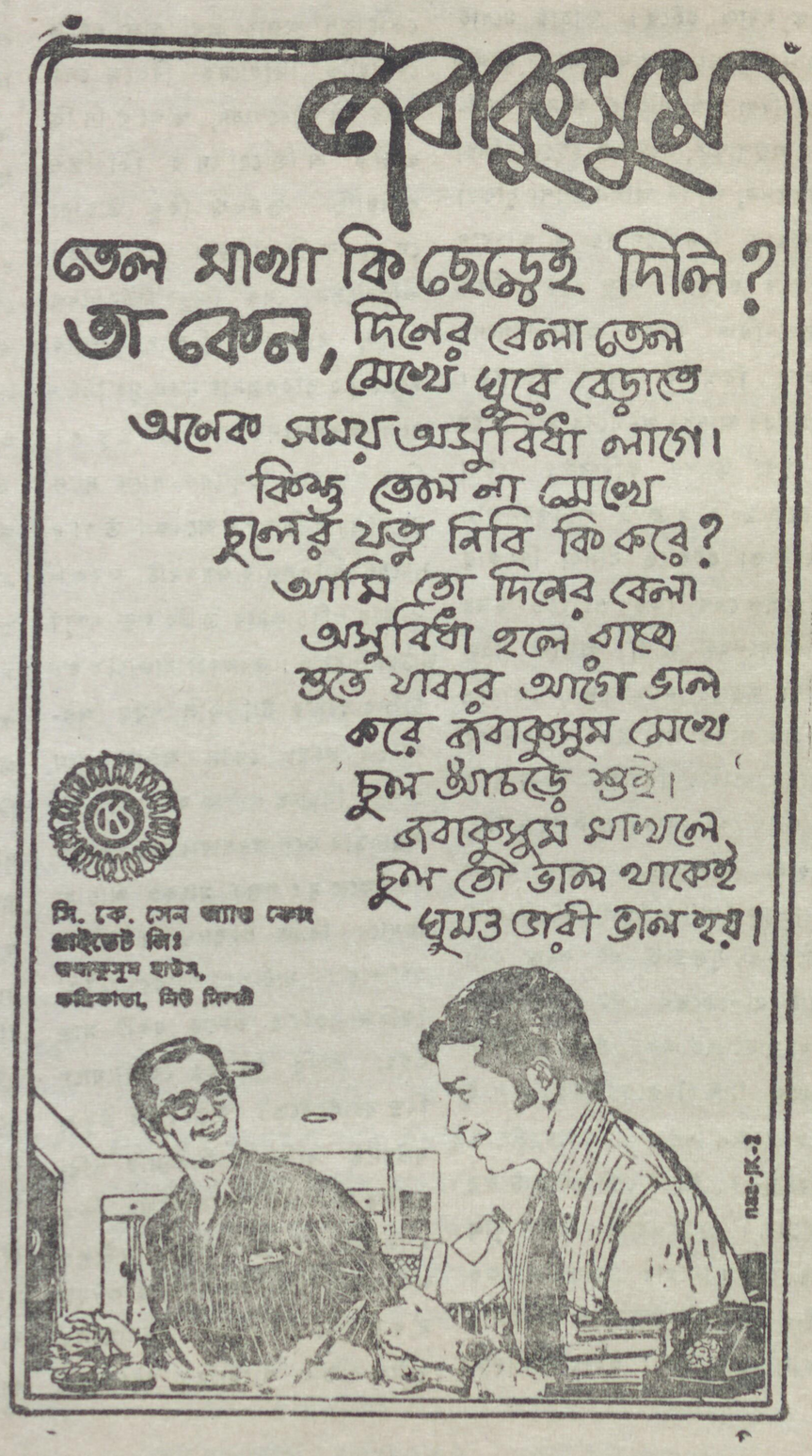

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত